কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

নারায়ণগঞ্জ গণবিদ্যা নিকেতনে জেএসসি

ফেল করা ৩৯ ছাত্রের পরীক্ষা অনিশ্চিত!

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জ গণবিদ্যা নিকেতনের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় গত বছর ফেল করা ৩৯ শিক্ষার্থীর ফের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় ১৪৬ জন শিক্ষার্থী এক বিষয় এমনকি তারও বেশি বিষয়ে ফেল করে। ফেল করা শিক্ষার্থী ও ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ গত ১৮ আগস্ট শুরু হয়। এটা গত ২১ আগস্ট এবং বিলম্ব ফিসহ শেষ হয় ২৮ আগস্ট। ওই ১৪৬ জনের মধ্যে ১০৬ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেন প্রধান শিক্ষক। যারা প্রত্যেকে দুইয়ের অধিক বিষয়ে ফেল করেছে। বাকি ৪০ জন জন শিক্ষার্থী, যারা একটি বিষয়ে ফেল করেছে তাদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

গণবিদ্যা নিকেতনের অষ্টম শ্রেণির অনিয়মিত ছাত্র দিপ্ত সাহা বলে, 'সম্প্রতি আমরা মাধ্যমিক বোর্ডে গিয়ে জানতে পারি ফরম পূরণের কার্যক্রম গত মাসে শেষ হয়েছে। কিন্তু স্কুলে যোগাযোগ করার পরও আমাদের ফরম পূরণ করতে দেওয়া হয়নি। এখন আমাদের পড়ালেখার আরো একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে।' পাপ্পিত চন্দ্র দাস বলে, 'আগস্ট মাস থেকে স্কুলে নিয়মিত যোগাযোগ করে আসছি। ফরম পূরণের বিষয়ে একাধিকবার প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকবার স্যার আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। সময় থাকা সত্ত্বেও বলেছেন ফরম পূরণের তারিখ শেষ হয়ে গেছে। এখন পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করতে পারলে আমাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে।'

প্রবীর চন্দ্র পাল বলে, 'কেউ কোনো সমাধান দিতে পারছে না। এ বছর পরীক্ষা দিতে না পারলে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে। গত বছর অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। তাই এ বছর প্রস্তুতি অনেক ভালো। ভালোভাবে পড়ালেখাও করছি। এখন যদি পরীক্ষা না দিতে পারি তাহলে পড়ালেখা বন্ধ করে দেবে।' গণবিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক এ এম কাইয়ুম বলেন, '২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এ নিয়ে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনেক জবাব দিতে হয়েছে। তবে ওই বছর ফরম পূরণ করেও পরীক্ষায় উপস্থিত না থাকায় ফেলের সংখ্যা বেশি হয়। তাই এ বছর যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে আসেনি, তাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি।'